

Teacher's Discussion

ব্যাকরণ অংশ

☑ ভাষা

☑ ব্যাকরণ

☑ বাংলা লিপি

☑ ধ্বনি ও বর্ণ, ধ্বনি পরিবর্তন

Content Discussion

ভাষা ও বাংলা ভাষা .

ভাষা .

‘ভাষা’ সংস্কৃত ‘ভাষা’ ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘বলা’ বা ‘কওয়া’। ‘মনের ভাব প্রকাশের জন্য উচ্চারিত অর্থবহ শব্দসমষ্টি যা স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোনো জনসমাজে ব্যবহৃত হয় তাই ভাষা।’

ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, পৃথিবীতে চার থেকে আট হাজার ভাষা আছে। তবে এদের মধ্যে আড়াই হাজারের মতো ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ ভাষা। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় পঁচিশ কোটি লোকের ভাষা বাংলা।

বাংলা ভাষা .

পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য বাংলা শব্দ ব্যবহার করে আমরা যে সব অর্থপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ করি সাধারণভাবে তাকেই বলি ‘বাংলা ভাষা’। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষারও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে দুটি বিভাজন— লেখ্য এবং কথ্য বা মৌলিক রূপ।

সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য .

সাধু ভাষা প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধু ভাষা ছিল সাহিত্যিক ও কৃত্রিম ভাষা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বাংলা সাহিত্যে ‘চলিত ভাষা’র প্রচলন শুরু হতে থাকে। চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় যিনি সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন প্রথম চৌধুরী (সাহিত্যিক নাম বীরবল)। তাঁর সম্পাদিত ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪) পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সাধু ভাষার বিপক্ষে এবং চলিত রীতির পক্ষে যে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন তাকে চলিত রীতির প্রবর্তকের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি হলো— ‘ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে উল্টোটি হলে মানুষের মুখে কালি লাগে’ তাঁর আরেকটি বিখ্যাত উক্তি, ‘শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা বলি, সেই ভাষায় লিখতে পারলে লেখা প্রাণ পায়।’

বাংলা ভাষার লিখিত রূপের দুটি রীতি বিদ্যমান— সাধু ও চলিত। আবার মৌখিক রূপের চলিত রূপ ছাড়াও আঞ্চলিক রূপ রয়েছে।

☐ সাধুরীতি: এ রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়। এর পদার্থবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট। এ রীতি গুরুগম্ভীর ও অভিজাত্যের অধিকার, নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী। এ রীতিতে তৎসম শব্দবহুলতা দেখা যায়। এ রীতি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের বিশেষ রীতি মেনে চলে।

☐ চলিত রীতি: চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। এটি শিষ্ট ও ভদ্রজনের মুখের বুলি হতে কালের প্রবাহে অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। এ রীতি কৃত্রিমতাবর্জিত। মানুষের মনের ভাব প্রকাশে এটি অপেক্ষাকৃত উপযোগী। এ রীতি নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনার জন্য উপযোগী। চলিত রীতিতে তদ্ভব শব্দবহুলতা দেখা যায়। সাধুরীতির ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে সংক্ষিপ্ত হয়।

বাংলা ভাষায় যদি চিহ্নের প্রবর্তন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বাংলা ভাষায় প্রধানত ১২টি যতি চিহ্নের প্রচলন রয়েছে।

ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ .

ব্যাকরণ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। এর বিশ্লেষণ বি + আ + কৃ + অন। যার অর্থ বিশেষরূপে বিশ্লেষণ। ব্যাকরণ ভাষার নানা প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন, রীতিনীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকে। কোন ভাষায় অভ্যন্তরীণ নিয়মরীতিই সেই ভাষার ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলা ব্যাকরণের উৎপত্তির ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ .

বাংলা ব্যাকরণের রচনার ইতিহাস ২৫০ বছরেরও বেশি অর্থাৎ মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও থেকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. সুকুমার সেন পর্যন্ত। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয় ইউরোপীয়দের হাত ধরে।

বাংলা ব্যাকরণের প্রথম গ্রন্থ- ‘মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও’র দ্বিভাষিক শব্দকোষ ও খণ্ডিত ব্যাকরণ’ আঠার শতকের চল্লিশের দশকে রচিত হয়। ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ভাওয়ালে পর্তুগীজ ভাষায় তিনি রচনা করেন “Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes” নামে।

গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত; প্রথম অংশ বাংলা ব্যাকরণে একটি সংক্ষিপ্তসার এবং দ্বিতীয় অংশ ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং দ্বিতীয় অংশ বাংলা-পর্তুগিজ এবং পর্তুগিজ-বাংলা শব্দবিধান। এতে কেবল রূপতত্ত্ব এবং বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে প্রকাশিত হয় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ, ‘A Grammar of the Bengali Language.’ এটি বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থ। হ্যালহেডকে বাংলা ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ বলা হয়।

বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রামমোহন রায়ের ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’। স্কুল সোসাইটির অনুরোধে ১৮৩০ সালে। তিনি এটি রচনা করেন যা ১৮৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় .

সব ভাষারই ব্যাকরণে প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

ক. ধ্বনিতত্ত্ব

খ. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব

গ. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম

ঘ. অর্থতত্ত্ব

এছাড়া অভিধানতত্ত্ব, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology):

এ অংশে ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনির বিন্যাস, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, সন্ধি বা ধ্বনি সংযোগ, ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান প্রভৃতি ধ্বনি-সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের বিষয়গুলো আলোচিত হয়।

(খ) শব্দ বা রূপতত্ত্ব (Morphology):

শব্দ, শব্দের প্রকার, শব্দ গঠন, শব্দরূপ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, পদের পরিচয়, উপসর্গ, প্রত্যয়, পদাশ্রিত নির্দেশক, দ্বিরুক্ত শব্দ, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, ধাতু, কারক, সমাস, ক্রিয়া-প্রকরণ, ক্রিয়ার কাল, অনুজ্ঞা, ক্রিয়ার ভাব, অনুসর্গ ইত্যাদি বিষয় রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে।

(গ) বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax):

বাক্য, বাক্যের অংশ, বাক্যের প্রকার, বাক্য বিশ্লেষণ, বাক্য পরিবর্তন, পদক্রম, পদ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বাক্য-সংযোজন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-০২

বাক্য বিয়োজন, যতিচ্ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রভৃতি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

(ঘ) অর্থতত্ত্ব (Semantics):

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ। যেমন- মূখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ, পারিভাষিক শব্দ, সমোচ্চারিত শব্দ, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, অনুবাদ, প্রবাদ-প্রবচন, ইত্যাদি অর্থতত্ত্বে আলোচিত হয়।

(ঙ) ছন্দ-প্রকরণ:

এ তত্ত্বে ছন্দের প্রকার ও নিয়মসমূহ আলোচিত হয়।

(চ) অলঙ্কার প্রকরণ:

এ তত্ত্বে অলঙ্কারের সংজ্ঞা ও প্রকার ইত্যাদি আলোচিত হয়।

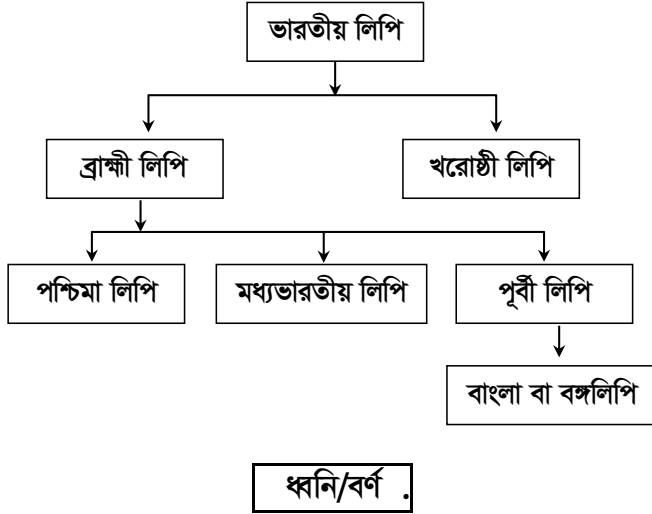
এছাড়াও অভিধান-তত্ত্ব (Lexicography) ও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা লিপি .

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি ঘটেছে। এ লিপিমালাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত প্রধান দুটি রূপ হলো- ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী। উভয় লিপিতে প্রথমদিকে ডান থেকে বামদিকে লেখা হত। পাকিস্তানের শাহবাজগড় ও মনোসেহরার অনুশাসনে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার দেখা যায়। খরোষ্ঠী লিপি আরামায়িক লিপি থেকে উদ্ভূত।

পাল শাসনামলে বাংলায় বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং কালক্রমে তা একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে। সেন বংশের শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী দুইশত বছর ধরে অক্ষর গঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হলেও পনের শতকে এসে (পাঠান আমলে) তা মোটামুটি স্থায়ী রূপ লাভ করে।

১৭৭৮ সালে চার্লস উইলকিন্স ও এডুজ সাহেব হুগলিতে এবং ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের শাসনাধীন শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জেসি ম্যারশম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী পঞ্চগনন কর্মকার বাংলা অক্ষর খোদাই করেন।



মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থবহ আওয়াজকে ধ্বনি বলে। ধ্বনি কোন ভাষায় উচ্চারিত শব্দের ক্ষুদ্রতম একক, যাকে আর কোন ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজন করা যায় না।

ধ্বনির সংজ্ঞা:

কোন ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলো ধ্বনি (Sound)। ধ্বনির নিজস্ব কোন অর্থ নেই। কয়েকটি ধ্বনি মিলিত হয়ে একটি অর্থ সৃষ্টি করে। ধ্বনিই ভাষার মূল ভিত্তি।

প্রকারভেদ:

বাংলাভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়:

ক. স্বরধ্বনি ও

খ. ব্যঞ্জন ধ্বনি।

ক. স্বরধ্বনি: যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও বাধা পায় না, তাদের স্বরধ্বনি (Vowel Sound) বলা হয়। যেমন: অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, ঐ, ও, ঔ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি ১১টি।

স্বরধ্বনির প্রকারভেদ:

১. মৌলিক স্বরধ্বনি: যে স্বরধ্বনিকে ভেঙ্গে উচ্চারণ করা যায় না বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাদের মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি- অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

২. যৌগিক স্বরধ্বনি: পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি দ্রুত উচ্চারণের সময় একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যেমন: বাংলা বই, মউ ইত্যাদি। উভয়ক্ষেত্রেই পরবর্তী স্বরধ্বনি ই এবং উ পিচ্ছিল। বাংলা বর্ণমালা যৌগিক স্বর ধ্বনি ২৫টি, কিন্তু যৌগিক স্বরবর্ণ ২টি- ঐ, ঔ।

৩. হ্রস্ব স্বর: যে স্বরের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে তাকে হ্রস্বস্বর বলে। বাংলায় হ্রস্ব স্বর ৪টি- অ, ই, উ, ঋ।

৪. দীর্ঘস্বর: যে স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে তাকে দীর্ঘ স্বর বলে। বাংলায় দীর্ঘস্বর ৭টি- আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ ও ঔ।

খ. ব্যঞ্জন ধ্বনি:

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধা পায় কিংবা ধাক্কা লাগে, তাদের ব্যঞ্জন ধ্বনি বলা হয়। যেমন: ক, চ, ত, প ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ:

১. স্পর্শ ধ্বনি, ২. অন্তঃস্থ ধ্বনি, ৩. উষ্ম ধ্বনি ৪. অযোগবাহ ধ্বনি

১. স্পর্শ ধ্বনি: ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা মুখগহ্বরের বা বাগযন্ত্রের কোন না কোন অংশকে স্পর্শ করে। এরা স্পর্শ ধ্বনি। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এগুলো ৫টি বর্ণে বিভক্ত:

অঘোষ ধ্বনি			ঘোষ ধ্বনি		
উচ্চারণ স্থান	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম
উষ্ম বা শীষ ধ্বনি	শ, ষ, স			হ	

ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর বেগ অল্প থাকলে তাকে অল্পপ্রাণ এবং ধ্বনির উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর বেগ বেশি থাকলে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলা হয়। বর্ণের প্রথম ও তৃতীয়টিকে অল্পপ্রাণ এবং বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থটিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলা হয়।

যে বর্ণ উচ্চারণকালে নাক দিয়ে ফুসফুস তড়িত বাতাস বের হয় এবং উচ্চারণের সময় নাসিকার আংশিক সাহায্য পায়, তাই নাসিক্য ধ্বনি। বাংলায় নাসিক্য বর্ণ ৫টি - ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠতন্ত্রীতে ঘোষ কিংবা গম্ভীর অনুরণন সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় ঘোষ ধ্বনি। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠতন্ত্রীতে ঘোষ কিংবা গম্ভীর অনুরণন সৃষ্টি হয় না তাকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অঘোষ এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ ঘোষ।

২. অন্তঃস্থ ধ্বনি: উচ্চারণের দিক থেকে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি মধ্যবর্তী ধ্বনিকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলে। এগুলো হল- য়, য, র, ল, ব।

৩. উষ্ম বা শীষ ধ্বনি: যে ব্যঞ্জন উচ্চারণকালে বাতাস মুখবিবরের কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শীষধ্বনি উচ্চারণ করে তাদের উষ্মধ্বনি বা শীষধ্বনি বলে। এরা হল- শ, ষ, স, হ।

৪. অযোগ্যবাহ ধ্বনি: অন্য বর্ণের সঙ্গে যোগ রেখে যে ধ্বনিগুলোর বাহ বা প্রয়োগ হয়, তাদের অযোগ্যবাহ ধ্বনি বলে। ৎ এবং ঃ হল অযোগ্যবাহ ধ্বনি।

পরাক্রমী ধ্বনি- ৎ, ঃ; এরা কখনও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। অন্য বর্ণের সাহায্যে এরা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অনুসাসিক ধ্বনি- স্বরধ্বনিগুলো অনুসাসিক হয় চন্দ্রবিন্দু (°)-এর সাহায্যে।

বর্ণ ও বর্ণমালা .

বর্ণ .

ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ (Letter) বলা হয়।

যেমন: অ, আ, ক, খ ইত্যাদি।

প্রকারভেদ: বর্ণ দু প্রকার:

১. স্বরবর্ণ ও ২. ব্যঞ্জনবর্ণ।

১. স্বরবর্ণ: স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে স্বরবর্ণ বলা হয়। যেমন: অ, আ, ই, ঈ, উ, ইউ ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনবর্ণ: ব্যঞ্জন ধ্বনি দ্যোতক চিহ্নকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়।
যেমন: ক, চ, ট, ত ইত্যাদি।

বর্ণমালা .

কোন ভাষা লিখতে যে সকল ধ্বনি-দ্যোতক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলে।

বাংলা ধ্বনির লিখিত রূপ বাংলা বর্ণের সমষ্টিকে বলা হয় বর্ণমালা এবং তাদের প্রত্যেককে বলা হয় বাংলা লিপি।

বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ ৫০টি। এর মধ্যে-
স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জন বর্ণ ৩৯টি।

বর্ণ	সংখ্যা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মাত্রাহীন	১০টি	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ণ, ত, থ, ঙ)
অর্ধমাত্রা	৮টি	১টি (ঋ)	৭টি (খ, গ, ঘ, ঙ, ঙ, প, শ)

পূর্ণমাত্রা	৩২টি	৬টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ইউ)	২৬টি
-------------	------	----------------------------	------

ধ্বনি পরিবর্তন .

স্বরাগম .

উচ্চারণকে সহজতর করার জন্য শব্দে স্বরধ্বনির আগমনকে স্বরাগম বলে। যেমন: স্টেশন > ই + স্টিশন, স্ত্রী > ই + স্ত্রী, স্প্রিং > ই + স্প্রিং।

ক) আদি স্বরাগম: শব্দের আদিতে বা শুরুতে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন: স্ত্রী > ই + স্ত্রী, স্কুল > ই + স্কুল > , স্টিমার > ই + স্টিমার। এরূপ- স্টেবল-আসতাবল, স্পর্ধা-আস্পর্ধা ইত্যাদি।

খ) মধ্য স্বরাগম: উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে বা শব্দের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে মধ্য স্বরাগম বলে। যেমন-

অ- রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ।

ই - প্রীতি > পিরীতি, ফিল্ম > ফিলিম, ডাল > ডাইল।

উ - ভ্রু > ভুর, চাল > চাউল, মুক্তা > মুকুতা, তুরু > তুরক।

এ - গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, শ্রেফ > সেরেফ।

গ) অন্ত্য স্বরাগম : উচ্চারণের সময় শব্দের শেষে স্বরধ্বনি আসলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন-

দিশ্ + আ = দিশা, বেধ্ + ই = বেধি, পোকত্ + ও = পোক্ত।

অপিনিহিতি .

কোন শব্দের মধ্যকার স্বরধ্বনি (ই বা উ) যদি যথাস্থানে উচ্চারিত না হয়ে পূর্বে উচ্চারিত হয় তবে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন-

করিয়া - ক + অ + র + ই + য + আ

কইর্যা - ক + অ + ই + র + য + অ্যা

এটি হল অপিনিহিত শব্দ আর প্রক্রিয়া হল অপিনিহিত।

উদাহরণ:

ক) ই-কারের অপিনিহিতি : করিয়া > কইর্যা; আলিপনা > আইল্লনা;
রাখিয়া > রাইখ্যা; রাতি > রাইত।

খ) উ-কারের অপিনিহিতি: সাধু > সাউধ; গাছুয়া > গাউছুয়া; মাছুয়া > মাউছুয়া; হাটুয়া > হাউটুয়া; পটুয়া > পউটুয়া ইত্যাদি।

গ) য-ফলার অন্তর্গত ই-ধ্বনির অপিনিহিতি: এই অপিনিহিতির ব্যবহার সাধারণত বাংলাদেশে হয়। যেমন: কন্যা > কইল্যা; সত্য > সইত্ত; কাব্য > কাইব্ব ইত্যাদি।

অভিশ্রুতি .

অপিনিহিত শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তিত হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে।

মূল শব্দ	অপিনিহিত শব্দ অভিশ্রুতি		
করিয়া	>	কইর্যা	> করে
আজি	>	আইজ	> আজ
আসিয়া	>	আইস্যা	> এসে

সকল সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ অভিশ্রুতির মাধ্যমে চলিতরূপ রূপ করে।

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ.

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের কোন স্বরধ্বনি লোপকে সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ বলে। যেমন- বসতি > বস্তি, রাধ্না > রান্না।

ক) আদি স্বরলোপ: শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি থাকলে তা লোপ পাওয়াকে আদি স্বরলোপ বলে। যেমন- অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার।

খ) মধ্য স্বরলোপ: শব্দের আদিতে স্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়, একে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন- অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ, গৃহিনী > গিনী।

গ) অন্ত্য স্বরলোপ: শব্দের শেষে স্বাসাঘাতের জোর কমে এলে স্বরধ্বনির উচ্চারণ ক্ষীণ হয়ে লোপ পায়, একে অন্ত্য স্বরলোপ বলে। যেমন- অগ্নি > আগুন, সন্ধ্যা > সাঞমা > সাঁঝ। স্বরলোপ প্রকৃতপক্ষে স্বরাগমের বিপরীত।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ .

সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের কঠিন উচ্চারণকে সহজতর করার জন্য একে ভেঙ্গে উচ্চারণ করাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। যেমন-

অ - কর্ম > করম, ধর্ম > ধরম, রত্ন > রতন

ই - মিত্র > মিতির, শ্রী > ছিরি

উ - শুক্র > শুক্কুর, তর্ক > তুর্ক

এ - গ্রাম > গেরাম, শ্রদ্ধা > ছেরাদ্দ

ও - শ্লোক > শোলক, চক্র > চক্কোর

ঋ - তৃণ্ড > তিরপিত, সৃজিল > সিরজিল

মূলত মধ্য স্বরাগম ও বিপ্রকর্ষ একই।

স্বরসঙ্গতি .

এক স্বরের প্রভাবে অন্য স্বরের পরিবর্তন আলাদা স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন: দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, বুড়া > বুড়ো।

ক) প্রগত স্বরসঙ্গতি : আদি স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- মূলা > মুলো, শিকা > শিকে, যতন > যতোন।

খ) পরাগত স্বরসঙ্গতি: পরবর্তী স্বরের প্রভাবে আদি স্বরের পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- দেশি > দিশি, আখো > এখো, শিয়াল > শেয়াল, লিখে > লেখে।

গ) মধ্যগত স্বরসঙ্গতি: আদি স্বর অথবা অন্ত্য স্বর অনুযায়ী মধ্য স্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়।

যেমন- বিলাতি > বিলিতি: আদ্য এবং অন্ত্য উভয় স্বরের প্রভাবিত হয়ে পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যান্য বলে।

যেমন: মোজা > মুজো; পোষ্য > পুষ্য।

২. ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন:**সমীভবন .**

শব্দ মধ্যস্থিত দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তর সমতা লাভ করে, ধ্বনি পরিবর্তনের এ নীতিকে বলা হয় সমীভবন।

যেমন- চক্র > চক্ক, পদ্ম > পদ, লগ্ন > লগ্ণ, কান্না > কাঁদনা।

ক) প্রগত সমীভবন: পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন- চক্র * চক্ক, পদ্ম * পদ।

খ) পরাগত সমীভবন: পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হল পরাগত সমীভবন বলে। যেমন-

তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ।

গ) অন্যান্য সমীভবন: যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে অন্যান্য সমীভবন বলে। যেমন-

মিথ্যা > মিছা, মক্ষি > মাছি; মধ্য > মাঝ ইত্যাদি।

বিষমীভবন .

পদ মধ্যস্থিত দুটি সমবর্ণের একটি পরিবর্তিত হলে তাকে বিষমীভবন বলে। যখন দুটি ভিন্ন বা একজাতীয় ধ্বনির একটি বদলে যায়, তখন তাকে বিষমীভবন বলে। যেমন- শরীর > শরীল, লাল > নাল, আরমারিও > আলমারী।

ধ্বনি বিপর্যয় .

শব্দের মধ্যকার দুটো ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্পরের মধ্যে যদি স্থান পরিবর্তন ঘটে তবে তাকে বর্ণ বিপর্যয় বলে। যেমন- পিচাচ > পিচাশ, বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, জানালা > জালানা।

সাধারণভাবে ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেই কেবল বর্ণ বিপর্যয় ঘটে।

অসমীকরণ .

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে অসমীকরণ বলে। ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ।

Teacher-Students Work

০১। বাংলা ভাষার প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন-

ক) ম্যানুয়েল দ্য আসসুস্পাসাঁও খ) ড. সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়

গ) ড. সুকুমার সেন ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

০২। ব্যাকরণ ভাষাকে কি নির্দেশ করে?

ক) ব্যাকরণ ভাষাকে চলিতে খ) ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করিতে

গ) ব্যাকরণ ভাষাকে বলিতে ঘ) ব্যাকরণ ভাষাকে বর্ণনা করতে

০৩। 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন?

ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) সুকুমার সেন

০৪। গ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

ক) রূপতত্ত্ব খ) বাক্যতত্ত্ব গ) ধ্বনিতত্ত্ব ঘ) অর্থতত্ত্ব

০৫। বাংলা ভাষার প্রথম বৈয়াকরণিক কে ছিলেন?

ক) মনোএল ডি আসসুস্পাসাঁও খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

০৬। পাণিনি কে ছিলেন?

ক) ভাষাবিদ খ) ঋগ্বেদবিদ গ) বৈয়াকরণিক ঘ) ঔপন্যাসিক

০৭। সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) গুরুচণ্ডাল খ) গুরুগম্ভীর গ) অবোধ্য ঘ) দুর্বোধ্য

০৮। নিচের কোনটি সাধুরীতির উদাহরণ?

ক) তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বত্র

খ) তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসিল সবখানে

গ) তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসে সর্বত্র

ঘ) তখন গভীর ছায়া সর্বত্র ঢেকে গিয়েছে

০৯। 'বুনো' কোন ভাষারীতির শব্দ?

ক) সাধু ভাষা খ) কথ্য ভাষা

গ) আঞ্চলিক ভাষা ঘ) চলিত ভাষা

১০। বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?

ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) প্রমথ চৌধুরী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-০২

পৃষ্ঠা ৯

গ) প্যারীচাঁদ মিত্র

ঘ) সমরেশ মজুমদার

১১। ভাষার মূল উপাদান কোনটি?

ক) বর্ণ খ) বাক্য

গ) শব্দ

ঘ) ধ্বনি

১২। ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?

ক) ২টি

খ) ৩টি

গ) ৪টি

ঘ) ৬টি

১৩। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি?

ক) ৩৭

খ) ৩৯

গ) ৩১

ঘ) ৩৫

১৪। মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি কোনটি?

ক) ব

খ) ট

গ) ঝ

ঘ) খ

১৫। নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি?

ক) ঘ

খ) ঠ

গ) প

ঘ) থ

১৬। কোন দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি?

ক) খ, ঝ

খ) ক, খ

গ) ত, দ

ঘ) চ, জ

১৭। বাংলা ভাষার বর্ণীয় বর্ণ কয়টি?

ক) ২৫টি

খ) ৩৯টি

গ) ২৬টি

ঘ) ৪৯টি

১৮। বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?

ক) এগারটি

খ) নয়টি

গ) দশটি

ঘ) আটটি

১৯। আদিব্রত অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসংগতি হবে?

ক) পরাগত

খ) মধ্যগত

গ) প্রগত

ঘ) অন্যান্য

২০। কোনটি বিষমীভবন-এর উদাহরণ?

ক) অঙ্ক > আঁক

খ) লাল > নাল

গ) কাচ > কাঁচ

ঘ) লাল > পুঁথি

২১। ভারতীয় কোন লিপিমালার ডান দিক থেকে লেখা হয়-

ক) হিন্দি

খ) মারাঠি

গ) গুজরাটি

ঘ) খরোষ্ঠী

২২। বাংলা লিপির ডিজাইনার কে?

ক) উইলিয়াম কেরি

খ) চার্লস উইলকিন্স

গ) পঞ্চগনন কর্মকার

ঘ) জর্জ গ্রিয়ার্সন

২৩। বাংলা লিপি খোদাই-এর কাজ করেন কে?

ক) উইলিয়াম কেরী

খ) চার্লস উইলকিন্স

- গ) পঞ্চগনন কর্মকার ঘ) জর্জ থ্রিয়ার্সন
- ২৪। বাংলা লিপি প্রথম কার গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়?
ক) উইলিয়াম কেরী খ) মানো-এল দ্যা-
আসসুপ্পসাঁও
- গ) রামমোহন রায় ঘ) এন বি হেলহেড
- ২৫। ভারতীয় চিত্রলিপির রূপ কয়টি?
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি
- ২৬। বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে কোন লিপি হতে?
ক) ব্রাহ্মী লিপি খ) সংস্কৃত লিপি
গ) হিন্দি লিপি ঘ) প্রাকৃত লিপি
- ২৭। বাংলা লিপির উৎস কী?
ক) চীনা লিপি খ) সংস্কৃত লিপি গ) আরবি লিপি ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

- ২৮। বাংলা বর্ণমালায় পরাশরী বর্ণের সংখ্যা কতটি?
ক) সাতটি খ) পাঁচটি গ) তিনটি ঘ) দুটি
- ২৯। ঔষ্ঠ্য-নাসিক্য বর্ণ কোনটি?
ক) ঙ খ) ঞ গ) ণ ঘ) ম
- ৩০। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ কয়টি?
ক) ২৫টি খ) ১১টি গ) ২টি ঘ) ৫টি
- ৩১। কতটি ব্যঞ্জনকে স্পর্শ বর্ণ বলা হয়?
ক) পাঁচটি খ) পঁচিশটি গ) তিনটি ঘ) দুটি
- ৩২। কোনটির উচ্চারণে কণ্ঠের সাহায্য প্রয়োজন?
ক) ম খ) ঞ গ) ণ ঘ) ঙ
- ৩৩। বাংলা বর্ণমালায় কতটি মাত্রাহীন স্বরবর্ণ আছে?
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি [৩৮তম বিসিএস]
ক) ৭টি খ) ৮টি গ) ৬টি ঘ) ১১টি
০২. 'বাবা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৩৮তম বিসিএস]
ক) সংস্কৃত খ) হিন্দি গ) অসমিয়া ঘ) তুর্কি
০৩. কোনটি শুদ্ধ বানান? [৩৮তম বিসিএস]
ক) স্বায়ত্তশাসন খ) সায়াত্তশাসন গ) সায়াত্তশাসন ঘ) স্বায়ত্তশাসন
০৪. 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস]
ক) হ + ম খ) ক + য গ) য + ম ঘ) ম + হ
০৫. বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
ক) চামার খ) ধারালো গ) মোড়ক ঘ) পোষ্টাই
০৬. বর্ণের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক) তৃতীয় বর্ণ খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ
০৭. 'ঙ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক) যৌগিক স্বরধ্বনি খ) তালব্য স্বরধ্বনি
গ) মিলিত স্বরধ্বনি ঘ) কোনটি নয়
৮. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? [৩৬তম বিসিএস]
ক) ৭টি খ) ৯টি গ) ১০টি ঘ) ৮টি
৯. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত? [৩৫তম বিসিএস]
ক) ৭টি খ) ১১টি গ) ৯টি ঘ) ১৩টি
১০. 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কত? [৩৫তম বিসিএস]
ক) ব + ন + ধ + ন খ) বন্ + ধন
গ) ব + ধ + ন ঘ) বান + ধন
১১. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক) প্রাতিপাদিক খ) অপিনিহিতি গ) অভিশ্রুতি ঘ) ধ্বনি-বিপর্যয়

১২. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [৩০তম বিসিএস]
ক) ভ খ) ঠ গ) ফ ঘ) চ
১৩. রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণের নাম কী? [২৭তম বিসিএস]
ক) গৌড়ীয় ব্যাকরণ খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) ভাষা ও ব্যাকরণ ঘ) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
১৪. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন? [২৬তম বিসিএস]
ক) স্যার উইলিয়াম জোসনস্ খ) স্যার উইলিয়াম ক্যারী
গ) রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় ঘ) ব্রাসি হ্যালহেড
১৫. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [২৯তম বিসিএস]
ক) ব্রাসি হেলহেড খ) রাজা রামমোহন রায়
গ) নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ঘ) মানুয়েল ডি আসসুপ্পসাম
১৬. 'ক্ষ' বর্ণটির বিশ্লিষ্ট রূপ হল- [২৩তম বিসিএস]
ক) খ+ম খ) ক+য+ণ গ) খ+খ ঘ) হ+ম
১৭. গুরুচঞ্জালী দোষমুক্ত কোনটি? [১০তম বিসিএস]
ক) শবপোড়া খ) মড়াদাহ গ) শবদাহ ঘ) শবমড়া
১৮. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য- [১৫ ও ১৬তম বিসিএস]
ক) তৎসম ও অতৎসম ব্যবহার খ) ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে
গ) শব্দের কথ্য ও লেখ্যরূপ ঘ) বাক্যের সরলতা ও জটিলতায়
১৯. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুযোগী? [১৮তম বিসিএস]
ক) কবিতার পঙ্ক্তিতে খ) গানের কলিতে
গ) গল্পের সংলাপে ঘ) নাটকের সংলাপে
২০. 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি' সহ্য করতে পারতেন না- [২৭তম বিসিএস]

- ক) বক্ষিমচন্দ্র খ) সৈয়দ মুজতবা আলী
গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) প্রমথনাথ বিশী

২১. যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়—

[৩৬ তম বিসিএস]

- ক) স্বরবৃত্ত খ) পয়ার গ) মাত্রাবৃত্ত ঘ) অক্ষরবৃত্ত

২২. সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [৪০ তম বিসিএস]

- ক) ভাষাতত্ত্বে খ) ধ্বনিতত্ত্বে গ) রূপতত্ত্বে ঘ) বাক্যতত্ত্বে

২৩. ‘ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ’ কে রচনা করেছেন? [৪৫তম বিসিএস]

- ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) মুহম্মদ এনামুল হক

২৪. বাংলা লিপির উৎস কী? [৪৪তম বিসিএস]

- ক) খরোষ্ঠী লিপি খ) চীনা লিপি
গ) আরবি লিপি ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

২৫. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? [৪৩তম বিসিএস]

- ক) চ ছ খ) ড ঢ গ) ব ভ ঘ) দ ধ

২৬. বর্ণ হচ্ছে—

৪২ বিসিএস]

- ক) শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ) একসাথে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ) ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ) ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ

২৭. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি ৩৯ তম বিসিএস]

- ক) এগারটি খ) নয়টি গ) দশটি ঘ) আটটি

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	?	০৪	ক	০৫	গ
০৬	খ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	ক	১০	খ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ
১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	ক	২২	খ	২৩	খ	২৪	ঙ	২৫	ক
২৬	গ	২৭	গ						

[Note: ৩নং প্রশ্নে উল্লেখিত চারটি অপশন-ই অশুদ্ধ। এ বানান স্বায়ত্তশাসন।]

জেনে রাখা ভালো

০১. কোন ভাষায় সাহিত্যের গাভীর্য ও অভিজাত্য প্রকাশ পায়?

- সাধু ভাষায়।

০২. সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন ভাষার উৎপত্তি হয়েছে?

- হিন্দি।

০৩. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?

- ক্রিয়া ও সর্বনাম।

০৪. ‘যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়াছে, তাহার ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।’

- চলিত ভাষায় এ বাক্যে ভুলের সংখ্যা কয়টি? —৪টি

০৫. ‘একদা মরণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া কোন এর আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন

- এ বাক্যাংশটি কোন রীতিতে লিখিত? — সাধু রীতিতে।

০৬. উপভাষা (Dialect) কোনটি?

- অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের কথা।

০৭. ‘তিনি হাঁটিতে ভাবিতেছিলেন, শুধুমাত্র মনীষী-বাক্যই তো জীবনুত যুবসমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে।’ — চলিত রীতিতে লেখা বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা।

- সাত।

০৮. ‘জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রহারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগিল’ — সাধু ভাষায় লিখিত বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?

- তিন।

০৯. ‘গুরুচণ্ডালী দোষ’ বলতে বুঝায়

- সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ।

১০. ‘অতঃপর বিভ্রান্তমুক্ত হয়ে রোগগ্রস্ত পিতা পুত্র সম্বন্ধে যা জানিতেন সবই খুলে বলিলেন।’ — সাধু ভাষার বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?

- চার।

১১. পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষা প্রচলিত?

- আড়াই হাজার।

১২. ‘সাধুভাষা’ পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন

- রাজা রামমোহন রায়

১৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ক’টা শাখা?

- দুইটি

১৪. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে

- ভাষা।

১৫. ভাষার জগতে বাংলার স্থান কততম?

- চতুর্থ।

১৬. ভাষার কোন রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?

- প্রাকৃত।

১৭. বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত?

- ইন্দো-ইউরোপীয়।

১৮. বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল

- সপ্তম শতাব্দী।

১৯. ভাষার মৌলিক রীতি-

- বলার ও লেখার নীতি।

২০. বাংলা সাধু ভাষা বলতে বুঝায়

- তৎসম শব্দবহুল ভাষার রীতি

২১. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?

- উপভাষা।

২২. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট?

- সাধু ভাষা।

২৩. ভাষা প্রকাশের মাধ্যম কয়টি?

- ২টি।

২৪. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কোন পদে

- অব্যয়।

২৫. ভাষার কোন রীতি কেবলমাত্র লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হয়?

- সাধু রীতি।

২৬. সাধুরীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না?

- অব্যয়।

২৭. ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম

- ঋগ্বেদ।

২৮. চলিত ভাষায় আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়

- প্রমিত ভাষা।

২৯. কোন অঞ্চলের মৌলিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে?

- কলকাতা।

৩০. প্রত্যেক ভাষার তিনটি মৌলিক অংশ হলো- ভাষার কোন রীতি পরিবর্তনশীল?

- চলিত রীতি।

৩১. ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দবহুল?

- চলিত রীতি।

৩২. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়

- সাধু ভাষারীতিতে।

৩৩. চলিত ভাষায় কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-০২

- অনুসর্গের।

৩৪. 'উহা' কোন রীতির শব্দ?

- সাধু।

৩৫. সাধু ভাষার শব্দে 'ঈ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহৃত হয়?

- ঙ।

৩৬. পাণিনি কে ছিলেন?

- বেয়াকরণিক।

৩৭. উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়েছিল?

- ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

৩৮. ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি?

- বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

৩৯. বাগধারা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

- বাক্যতত্ত্বে।

৪০. কারক ও সমাস ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

- রূপতত্ত্বে।

৪১. ব্যাকরণের কাজ কী?

- ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা।

৪২. ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে

- ভাষার বিশ্লেষণ।

৪৩. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন

- এন.বি. হ্যালহেড।

৪৪. প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ

- A Grammar of the Bengali Language

৪৬. 'ব্যাকরণ' কোন ভাষার শব্দ?

- সংস্কৃতি।

৪৭. বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়

- রূপতত্ত্বে।

৪৮. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয়

- অর্থতত্ত্বে।

৪৯. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

- ধ্বনিতত্ত্বে।

৫০. নিচের কোনটি ব্যাকরণের পাণিনি ধারা?

- শাকটায়নী।

৫১. 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার লেখা?

- ড. মুহম্মদ এনামুল হক।

৫২. কোন শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়?

- সেন আমলে।

৫৩. কোন লিপি ডানদিক থেকে লেখা হয়?

- খরোষ্ঠীলিপি।

৫৪. ভারতীয় চিত্রলিপির দুটি প্রাচীন রূপ হল

- ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী।

৫৫. বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?

- চার্লস উইলকিন্স।

৫৬. বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কখন?

- পাঠান আমলে।

৫৭. বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি ক'টি?

- পাঁচটি।

৫৮. বাংলা স্বরধ্বনিতে মোট কয়টি দীর্ঘস্বর আছে?

- ৭টি।

৫৯. বাংলায় স্বরধ্বনি আছে

- এগারটি।

৬০. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?

- ৩৯টি।

৬১. বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্বস্বর আছে?

- ৪টি।

৬২. মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

- ৭টি।

৬৩. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি?

- ১১টি।

৬৪. বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ কয়টি?

- ৫০টি।

৬৫. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়?

- অ + ই

৬৬. 'জ' হল

- তালব্য বর্ণ।

৬৭. 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট' - এই 'ইট' কে বাংলা ভাষায় কী বলে?

- বর্ণ।

৬৮. 'ক্ষ' বর্ণটির বিশ্লেষণ হল-

- ক্ + ষ।

৬৯. 'ষ' যুক্ত বর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?

- ষ্ + ণ।

৭০. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয়-

- বর্ণ।

৭১. অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়-

- শব্দের ক্ষুদ্রতম একক।

৭২. বাংলা ভাষায় ঞ-হরফটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয়?

- দুই।

৭৩. বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?

- রং, চাঁদ, দুঃখ।

৭৪. দুটি মৌলিক স্বরবর্ণ যোগে যে অক্ষর সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?

- যৌগিক স্বর।

৭৫. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা ব্যবহৃত হয় কয়টি বর্ণে?

- ৩২টি।

৭৬. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রা বর্ণ কতটি?

- ৮টি।

৭৭. 'ড়' এবং 'ঢ়' ধ্বনিগুলোকে বলে-

- তাড়নজাত।

৭৮. স্বরধ্বনির মধ্যে কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়?

- ঐ, ও।

৭৯. জ - যুক্তবর্ণটি কোন্ কোন্ বর্ণের মিলনে গঠিত হয়?

- জ + ঞ।

৮০. পাশাপাশি দু'টো স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?

- যৌগিক স্বরধ্বনি।

৮১. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক-

- শব্দ।

৮২. বাঙালি শিশুরা কোন বর্ণের ধ্বনিগুলো আগে শেখে?

- প-বর্ণের তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি ড়, ঢ়।

৮৩. ভাষার মূল উপকরণ কী?

- ধ্বনি।

৮৪. 'অ এবং আ' এর উচ্চারণ স্থান-

- কণ্ঠ।

৮৫. 'হ' এই যুক্ত ব্যঞ্জে কোন কোন বর্ণ আছে?

- হ্ + ন।

৮৬. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন্ কোন্ বর্ণ নিয়ে গঠিত?

- ক + ষ।

৮৭. 'স্পষ্টরূপে' শব্দটির বিশ্লেষণ-

- সু + স্পষ্ট + রূপ + এ

৮৮. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কতটি বর্ণে ভাগ করা হয়েছে?

- পাঁচ।

৮৯. এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-

- অক্ষর।

৯০. 'মই' কথাটির ই-কে কী বলে?

- অর্ধস্বর।

৯১. 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ-

- উয়ো।

৯২. 'খঙত' (৭) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খঙ রূপ?

- ত।

৯৩. চ-বর্ণীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

- এও।

৯৪. পরের 'ই' ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে?

- অপিনিহিত।

৯৫. যে রীতিতে 'স্নান' শব্দটি 'সিনান' (স্নান > সিনান) শব্দে পরিণত হয় তার নাম-

- স্বরাগম।

৯৬. একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তাকে কী বলে?

৯৭. 'মগজ' শব্দের উচ্চারণ-

- মগোজ।

৯৮. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ-

- পিচাচ > পিচাশ।

৯৯. মধ্যস্বরাগমের সমার্থক কোনটি?

- বিপ্রকর্ষ।

১০০. আদুস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরঙ্গতি হয়-

- প্রগত স্বরসঙ্গতি।

১০১. তৎ - হিত > তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?

- সমীভবন।

১০২. ফাঙ্কন > ফাঙ্কন - ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?

- অন্তর্হতি।

১০৩. 'ফলাহার' থেকে ফলার শব্দটি হওয়ার কারণ-

- বর্ণলোপ।

১০৪. পূর্ভুগিজ 'আনানাস' বাংলায় 'আনারস' - এটি কী ধরনের পরিবর্তন?

- ধ্বনিতাত্ত্বিক।

পিএসিসহ অন্যান্য চাকুরী পরীক্ষায় আসা প্রশ্নঃ
ধ্বনি ও বর্ণ (ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়,
স্বরধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ব্যঞ্জনধ্বনি)

১। ভাষা কী?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ক) শব্দের উচ্চারণ | খ) ধ্বনির উচ্চারণ |
| গ) বাক্যের উচ্চারণ | ঘ) ভাবের উচ্চারণ |

২। নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক কোনটি?

- | | |
|----------|----------|
| ক) ভাষা | খ) শব্দ |
| গ) ধ্বনি | ঘ) বাক্য |

৩। মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কোনটি?

- | | |
|-----------|---------|
| ক) চিত্র | খ) ভাষা |
| গ) ইঙ্গিত | ঘ) আচরণ |

৪। ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?

- | | |
|--------|---------------|
| ক) ৪টি | খ) ৬টি |
| গ) ২টি | ঘ) কোনটিই নয় |

৫। প্রত্যেক ভাষারই তিনটি মৌলিক অংশ হলো-

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ক) ধ্বনি, শব্দ, বাক্য | খ) ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ |
| গ) শব্দ, বাক্য, সমাস | ঘ) উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ |

৬। দেশ-কাল পরিবেশ ভেদে কিসের পার্থক্য ঘটে?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক) ধ্বনির | খ) ভাষার |
| গ) অর্থের | ঘ) শব্দের |

৭। বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি/বাংলা ভাষারীতির কয়টি রূপ?

- | | |
|------|------|
| ক) ২ | খ) ৩ |
| গ) ৪ | ঘ) ৬ |

৮। 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ক) রাজা মনিমোহন রায় | খ) রাজা রামমোহন রায় |
| গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ঘ) অক্ষয় কুমার দত্ত |

৯। কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য?

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ক) গাঙ্গীর্য | খ) ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে |
| গ) তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার | ঘ) প্রমিত উচ্চারণ |

১০। কোন লেখক চলিত ভাষাকে মান ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন?

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | খ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী |
| গ) প্রমথ চৌধুরী | ঘ) বুদ্ধদেব বসু |

১১। সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?

- | | |
|---------------------|------------------|
| ক) কবিতার পঙ্ক্তিতে | খ) গানের কলিতে |
| গ) গল্পের বর্ণনায় | ঘ) নাটকের সংলাপে |

১২। সাধু ভাষার সঙ্গে ‘ঈ’ এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহার হয়?

- ক) ৎ খ) ঙ
গ) ণ ঘ) ঞ

১৩। “যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়েছে, তাহার পর তার ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।” চলিত ভাষায় এ বাক্যে ভুল সংখ্যা কয়টি?

- ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

১৪। “যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।”-এ সংজ্ঞাটি কার?

- ক) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) ড. এনামুল হক ঘ) ড. সুকুমার সেন

১৫। ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?

- ক) বি+আ+√কৃ+অন খ) ব্য+আ+কৃ+√অন
গ) বৃ+কৃ+অন ঘ) ব্যা+ক+রন

১৬। ব্যাকরণ ভাষাকে কি নির্দেশ করে?

- ক) ভাষাকে চলিতে খ) ভাষাকে শাসন করে
গ) ভাষাকে বলিতে ঘ) ভাষাকে বর্ণনা করে

১৭। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণবিদ কে ছিলেন?

- ক) ম্যানোয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) ড. সুকুমার সেন ঘ) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

১৮। ‘The Origin and Development of the Bengali Language’ গ্রন্থটি রচনা করেছেন-

- ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ) স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন

১৯। ‘ব্যাকরণ মঞ্জুরী’ কার লেখা?

- ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক
গ) সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ) মুহাম্মদ আবদুল হাই

২০। প্রথম বাংলা ‘থিসরাস’ বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেন-

- ক) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) মুহম্মদ এনামুল হক
গ) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঘ) জগন্নাথ চক্রবর্তী

২১। বাংলা একাডেমির ‘বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান’ সম্পাদনা কে করেন?

- ক) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) মুহম্মদ এনামুল হক
গ) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঘ) মুহম্মদ আবদুল হাই

২২। ‘বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান’ এর সম্পাদক কে?

- ক) মুহম্মদ আবদুল হাই খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) মুহম্মদ এনামুল হক ঘ) আহমদ শরীফ

২৩। বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধানের প্রধান সম্পাদক কে?

- ক) ড. আনিসুজ্জামান খ) নরেন বিশ্বাস
গ) জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ঘ) আবু ইসহাক

২৪। ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ এর প্রণেতা-

- ক) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস খ) মুহম্মদ এনামুল হক
গ) হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় ঘ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২৫। ‘Morphology’ বঙ্গানুবাদ হল-

- ক) রূপতত্ত্ব খ) ধ্বনিতত্ত্ব
গ) অর্থতত্ত্ব ঘ) বাক্যতত্ত্ব

২৬। রূপতত্ত্বের অপর নাম কী?

- ক) বাক্যতত্ত্ব খ) পদক্রম
গ) ধ্বনিতত্ত্ব ঘ) শব্দতত্ত্ব

২৭। বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে কোন বিষয়টি আলোচনা করা হয়?

- ক) সন্ধি খ) সমাস
গ) কার ঘ) প্রত্যয়

২৮। ‘সন্ধি’ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

- ক) রূপতত্ত্ব খ) ধ্বনিতত্ত্ব
গ) পদক্রম ঘ) বাক্য প্রকরণ

২৯। ‘ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব’ বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

- ক) বাক্যতত্ত্ব খ) ধ্বনিতত্ত্ব
গ) অভিধানতত্ত্ব ঘ) রূপতত্ত্ব

৩০। ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

- ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) পদক্রম

৩১। ব্যাকরণের কোন অংশে ‘কারক’ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়?

- ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) অর্থতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) রূপতত্ত্ব

৩২। বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-

- ক) বাক্যতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) অর্থতত্ত্ব ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব

৩৩। প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

- ক) বাক্যতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) অর্থতত্ত্ব ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব

৩৪। ‘বাগধারা’ ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

- ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) অর্থতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) রূপতত্ত্ব

৩৫। ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি?

- ক) বাক্যতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) অর্থতত্ত্ব ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব

৩৬। ভাষার মূল উপাদান/ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে-

- ক) বর্ণ খ) শব্দ
গ) ধ্বনি ঘ) বাক্য

৩৭। বর্ণ হচ্ছে-

- ক) শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ) একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ) ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ) ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ
- ৩৮। বাংলা বর্ণমালায় কতটি বর্ণ আছে/বাংলা বর্ণমালায় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে?
ক) ৪৭ খ) ৪৮
গ) ৪৯ ঘ) ৫০
- ৩৯। 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি?
ক) ব+ন+ধ+ন খ) বন্+ধন্
গ) ব+ন্ধ+ন ঘ) বান+ধন
- ৪০। বাংলা ব্যঞ্জনে কয়টি বর্ণ?
ক) ৩৫ খ) ৩৭
গ) ৩৯ ঘ) ৪১
- ৪১। বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক) ১০ খ) ৮
গ) ১১ ঘ) ৩২
- ৪২। বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি/বাংলা ভাষায় কয়টি বর্ণে মাত্রা নেই?
ক) ১১ খ) ৯
গ) ১০ ঘ) ৮
- ৪৩। বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
ক) ৬ খ) ৭
গ) ৯ ঘ) ১০
- ৪৪। বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক) ৭ খ) ৯
গ) ৮ ঘ) ১০
- ৪৫। বাংলা স্বরধ্বনি কয়টি?
ক) ৫ খ) ৭
গ) ৯ ঘ) ১১
- ৪৬। অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি?
ক) ১০টি খ) ৮টি
গ) ৬টি ঘ) ১টি
- ৪৭। এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-
ক) শব্দ খ) বর্ণ
গ) বাক্য ঘ) অক্ষর
- ৪৮। অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে?
ক) ধ্বনি খ) যতি
গ) মাত্রা ঘ) ছেদ
- ৪৯। বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?
ক) ৭ খ) ১১
গ) ৯ ঘ) ১৩

- ৫০। পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসাবে উচ্চারিত হলে তাকে কি বলে/একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কি বলে?
ক) মৌলিক স্বরধ্বনি খ) সমধ্বনি
গ) মূলধ্বনি ঘ) যৌগিক স্বরধ্বনি
- ৫১। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনি/স্বরবর্ণ কয়টি?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৫টি ঘ) ৬টি
- ৫২। নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনি?
ক) অ খ) আ
গ) ঐ ঘ) ঈ
- ৫৩। কোন দু'টি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' ধ্বনির সৃষ্টি হয়?
ক) অ এবং ই খ) এ এবং ই
গ) অ এবং ঈ ঘ) উ এবং ই
- ৫৪। বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্ব স্বর আছে?
ক) ৫টি খ) ৪টি
গ) ৭টি ঘ) ৬টি
- ৫৫। উচ্চারণের সময় মুখ বিবর উন্মুক্ত থাকে বলে 'আ' কে কি ধ্বনি বলে?
ক) হ্রস্বধ্বনি খ) বিবৃত স্বরধ্বনি
গ) সম্মুখ স্বরধ্বনি ঘ) পশ্চাৎ স্বরধ্বনি
- ৫৬। বাংলা ভাষায় স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
ক) ২৩টি খ) ২৪টি
গ) ২৫ টি ঘ) ২৬টি
- ৫৭। ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে বলা হয়-
ক) স্পর্শ ধ্বনি খ) উন্ম ধ্বনি
গ) জিহ্বামূলীয় ধ্বনি ঘ) পরাশ্রয়ী ধ্বনি
- ৫৮। বাংলা বর্ণমালায় পর্বের সংখ্যা কত?
ক) ১৬ খ) ১২
গ) ১৩ ঘ) ৫
- ৫৯। কোনটি উন্ম বর্ণ?
ক) হ খ) ঙ
গ) ঞ ঘ) ণ
- ৬০। কোনটি ওষ্ঠ্য ধ্বনি?
ক) ম খ) ঙ
গ) চ ঘ) ও
- ৬১। 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ-
ক) উম্যা খ) উম্যা
গ) উয়ো ঘ) ইয়ো

৬২। পরাশ্রয়ী বর্ণ কোনটি?

- ক) ম খ) ন
গ) ং ঘ) ঞ

৬৩। বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?

- ক) আস্র, বৃহৎ, মিঞা খ) আয়না, হরিণ, ঋণ
গ) রং, চাঁদ, দুঃখ ঘ) শিউলি, উচিত, বৃষ

৬৪। 'র' কোন জাতীয় ধ্বনি?

- ক) পার্শ্বিক ধ্বনি খ) তাড়নজাত ধ্বনি
গ) কম্পনজাত ধ্বনি ঘ) স্পর্শ ধ্বনি

৬৫। পার্শ্বিক ব্যঞ্জননের উদাহরণ কোনটি?

- ক) হ খ) শ
গ) ও ঘ) ল

৬৬। তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি কোনটি?

- ক) ক, খ খ) চ, ছ
গ) ড, ঢ ঘ) প, ফ

৬৭। 'খণ্ডত' (৭) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?

- ক) খ খ) ত
গ) দ ঘ) ধ

৬৮। 'উ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি?

- ক) যৌগিক স্বরধ্বনি খ) তালব্য স্বরধ্বনি
গ) মিলিত স্বরধ্বনি ঘ) কোনটি নয়

৬৯। 'লক্ষণ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ-

- ক) লোক্‌খন্ খ) লক্‌খোন্
গ) লোক্‌খোন্ ঘ) লক্‌খন্

৭০। নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন?

- ক) উ খ) ঊ
গ) আ ঘ) ঔ

৭১। 'ক' বর্ণের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি?

- ক) জিহ্বামূল খ) অগ্রতালু
গ) পশ্চাদন্তমূল ঘ) অগ্রদন্তমূল

৭২। 'আহ্বান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?

- ক) আহ্বান খ) আহ্‌ বান
গ) আওভান ঘ) আব্‌হান

৭৩। যেটিতে বাংলা বর্ণের যথাযথ ক্রম অনুসৃত হয়নি-

- ক) ঙ, উ, ঊ, ঋ খ) র, ল, ব, ষ
গ) ফ, ব, ভ, ম ঘ) ঙ, চ, ছ, জ

৭৪। 'অক্ষর' হচ্ছে-

- ক) শব্দের অংশ খ) পদের অংশ
গ) বাক্যের অংশ ঘ) ধ্বনির অংশ

উত্তরপত্র

১	ঘ	২	ক	৩	খ	৪	ক
৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	খ
৯	ঘ	১০	গ	১১	ঘ	১২	খ
১৩	গ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	ঘ
১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ
২১	ক	২২	গ	২৩	গ	২৪	গ
২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	খ
২৯	খ	৩০	খ	৩১	ঘ	৩২	খ
৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	গ
৩৭	গ	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	গ
৪১	ঘ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	ঘ
৪৫	ঘ	৪৬	ঘ	৪৭	ঘ	৪৮	গ
৪৯	ক	৫০	ঘ	৫১	ক	৫২	গ
৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	খ	৫৬	গ
৫৭	ক	৫৮	ঘ	৫৯	ক	৬০	ক
৬১	গ	৬২	গ	৬৩	গ	৬৪	গ
৬৫	ঘ	৬৬	গ	৬৭	খ	৬৮	ক
৬৯	গ	৭০	ঘ	৭১	ক	৭২	গ
৭৩	খ	৭৪	ক				

ধ্বনি ও বর্ণ (অঘোষ ও ঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ)

১। নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?

- ক) ভ খ) ঠ
গ) ফ ঘ) চ

২। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?

- ক) চ ছ খ) ড ঢ
গ) ব ভ ঘ) দ ধ

৩। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?

- ক) গ ঘ খ) দ ধ
গ) প ফ ঘ) জ ঝ

৪। কোনটি অঘোষ ধ্বনি?

- ক) ক খ) গ
গ) ঘ ঘ) জ

৫। নিচের কোন ধ্বনিটি ঘোষ?

- ক) চ খ) খ
গ) প ঘ) দ

৩। মধ্যস্বরগমের সমার্থক কোনটি?

- ক) স্বরসংগতি খ) অভিশ্রুতি
গ) সম্প্রকর্ষ ঘ) বিপ্রকর্ষ

৪। পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে?

- ক) স্বরাগম খ) বিপ্রকর্ষ
গ) অপিনিহিত ঘ) অভিশ্রুতি

৫। কোনটি অপিনিহিতের উদাহরণ?

- ক) ইস্কুল খ) আইজ
গ) গেলাস ঘ) ধপাধপ

৬। আশু > আউশ এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ?

- ক) অপিনিহিত খ) সমীভবন
গ) বিপ্রকর্ষ ঘ) বর্ণ বিপর্যয়

৭। একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে কি বলে?

- ক) সম্প্রকর্ষ খ) পরাগত
গ) স্বরসঙ্গতি ঘ) অসমীকরণ

৮। আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?

- ক) পরাগত খ) মধ্যগত
গ) প্রগত ঘ) অন্যান্য

৯। স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?

- ক) হইবে > হবে খ) জালিয়া > জাইল্যা > জেলে
গ) দেশি > দিশি ঘ) রাত্রি > রাইত

১০। কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?

- ক) গামছা খ) মশারি
গ) লুঙ্গি ঘ) চাদর

১১। ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?

- ক) আজি = আইজ খ) পিশাচ = পিচাশ
গ) পাকা = পাক্বা ঘ) স্কুল = ইস্কুল

১২। শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?

- ক) স্বরলোপ খ) বিষমীভবন
গ) অভিশ্রুতি ঘ) বর্ণ বিকৃতি

১৩। কোনটি বিষমীভবন এর উদাহরণ?

- ক) অঙ্ক > আঁক খ) লাল > নাল
গ) কাচ > কাঁচ ঘ) পুথি > পুঁথি

১৪। ফাল্লুন > ফাগুন ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?

- ক) ধ্বনিবিকার খ) শ্রুতিধ্বনি
গ) অন্তর্হতি ঘ) ধ্বনি বিপর্যয়

১৫। 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-

- ক) ধ্বনি বিপর্যয় খ) বর্ণদ্বিত্ব
গ) বর্ণাগম ঘ) বর্ণলোপ

১৬। পত্নীগিজ 'আনানস' বাংলায় 'আনারস' এটি কী ধরনের পরিবর্তন?

- ক) সাদৃশ্য খ) বৈসাদৃশ্য
গ) অর্থগত ঘ) ধ্বনিতাত্ত্বিক

১৭। নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?

- ক) প্রাতিপাদিক খ) অভিশ্রুতি
গ) অপিনিহিত ঘ) ধ্বনি-বিপর্যয়

১৮। মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে-

- ক) অভিকর্ষ খ) অভিশ্রুতি
গ) ক্ষীণায়ন ঘ) বিপ্রকর্ষ

১৯। নিচের কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?

- ক) রিসকা খ) বিলিতি
গ) শেয়াল ঘ) ইস্কুল

২০। কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?

- ক) শরীল খ) হংস > হাঁস
গ) লাফ > ফাল ঘ) দুর্গা > দুগ্গা

২১। স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?

- ক) হইবে > হবে খ) রাত্রি > রাইত
গ) দেশী > দিশী ঘ) কোনটাই নয়

উত্তরপত্র

১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	গ
৫	খ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ
৯	গ	১০	ক	১১	খ	১২	খ
১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ঘ
১৭	ক	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ
২১	গ						